সাপ্তাহিক পত্রিকা

পজিটিভ বার্তা

ইতিবাচক ভাবনা, ইতিবাচক কাজের মাধ্যমে ইতিবাচক মানসিকতা

Vol. 1, Issue 27, PRGI No. - WBBEN/25/A3959, Website : www.positivebarta.com Email : positivebartadigital@gmail.com   Price Rs. 5.00

প্রথম বর্ষ | ২৭তম সংখ্যা | সংবাদ সাপ্তাহিক | ২৬ নভেম্বর ২০২৫ বুধবার | পশ্চিমবঙ্গ / ত্রিপুরা | মূল্য : ৫ টাকা

সেরা বেঙ্গলী অ্যাওয়ার্ড ২০২৫-এ সম্মানিত হলেন শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজের কর্ণধার মলয় পীট তার হাতে সম্মান তুলে দিলেন চলচ্চিত্র অভিনেতা চিরঞ্জিত চক্রবর্তী।

মরণোত্তর অঙ্গদানে প্রস্তাব ও সম্মতির উল্লেখ প্রশাসনিক পদক্ষেপের নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের

তপন ঘোষ – ডেথ সার্টিফিকেটে মরণোত্তর অঙ্গদান বিষয়ে প্রস্তাব ও সম্মতির উল্লেখ রাখতে প্রশাসনিক পদক্ষেপের নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের। অঙ্গদান এক মহান দান। অনেক গুরুতর অসুস্থ মানুষ সুস্থ জীবন ফিরে পান মৃত ব্যক্তির হার্ট কিডনি লিভারের মত অঙ্গ পেয়ে। ব্রেন ডেথ হওয়া ব্যক্তির বিশেষ অঙ্গ। তারপর সেটা প্রতিস্থাপন করা হয় অসুস্থ ব্যক্তির দেহে তিনি পান এক নতুন জীবন। চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৌলতে এবার দেশে অঙ্গপ্রতিস্থাপনের নীতি ও ব্যবস্থায় বড়সড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিল সুপ্রিম কোর্ট। ডেথ সার্টিফিকেটে মরণোত্তর অঙ্গদান বিষয়ে প্রস্তাব ও সম্মতির উল্লেখ রাখতে প্রশাসনিক পদক্ষেপের নির্দেশ দিল শীর্ষ আদালত। এরই পাশাপাশি অঙ্গদাতার সুরক্ষা ও দেশজুড়ে অভিন্ন নীতি ও মানদণ্ড চালুর নির্দেশও দিয়েছে প্রধান বিচারপতি বি আর গাভই ও বিচারপতি কে বিনোদচন্দ্রনের বেঞ্চ। শীর্ষ আদালতের বক্তব্য, মৃত্যুর সময়ে অঙ্গদান নিয়ে সিদ্ধান্তের বিষয়টি সংবেদনশীল। সেই মুহূর্তে মৃতদেহ নিয়ে পরিবারকে অঙ্গদান সংক্রান্ত বিকল্প সিদ্ধান্তের সুযোগ দেওয়া হয় কি না, তা বর্তমানে কোনও রাজ্যেই বাধ্যতামূলক ভাবে নথিভুক্ত হয় না। আদালত মনে করছে, এই 'ফর্মাল রেকর্ড'-এর অভাবেই বহু সম্ভাব্য অঙ্গদান আর বাস্তবে ঘটে না। তাই সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ, ডেথ সার্টিফিকেটে স্পষ্টভাবে রাখতে হবে, ডেথ রেজিস্ট্রারের সরকারি ফর্মে দুটি পৃথক কলামে যোগ করতে হবে দুটি প্রশ্ন: এক, পরিবারকে কি অঙ্গদানের সুযোগ সম্পর্কে জানানো হয়েছিল? পরিবার কি সম্মতি দিয়েছে? দুটি প্রশ্নের ক্ষেত্রেই হ্যাঁ অথবা না উত্তরের বিকল্প রাখতে হবে বলে জানিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। এই মর্মে কেন্দ্রীয় ও সব রাজ্য সরকারকে পদক্ষেপের নির্দেশ দিয়েছে শীর্ষ আদালত। কেননা, সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণ, সারা দেশে অঙ্গদানের ফলো-আপ বা রেকর্ডের মধ্যে সবচেয়ে বড় ফাঁকটি এখানেই। পরিবারকে সুযোগ বা সম্ভাবনার কথা জানানো হয়েছে কি না, সেটি লিখিত নথিতে না থাকলে স্বচ্ছতা আসে না, দায়বদ্ধতাও তৈরি হয় না। শীর্ষ আদালত কেন্দ্রকে নির্দেশ দিয়েছে, ন্যাশনাল অর্গান অ্যান্ড টিস্যু ট্রান্সপ্লান্ট অর্গানাইজেশন (নোটো)-এর সঙ্গে পরামর্শ করে জরুরি ভিত্তিতে ডেথ সার্টিফিকেটের ফরম্যাট সংশোধন করতে হবে। স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মতে, আদালতের এই নির্দেশ কার্যকরী হলে তিনটি বড় পরিবর্তন আসবে। প্রথমত, পরিবারকে অঙ্গদানের বিকল্প জানানো বাধ্যতামূলক হয়ে যাবে, ফলে সম্ভাব্য দানের সংখ্যা বাড়বে। দ্বিতীয়ত, হাসপাতালগুলির দায়বদ্ধতাও বাড়বে, কারণ ভবিষ্যতে তদন্ত বা অডিটে এই নথিই প্রমাণ হিসেবে বিবেচিত হবে। আর তৃতীয়ত, অঙ্গদানের সর্বভারতীয় ডেটাবেসে স্বচ্ছতা আসবে, যা নীতি প্রণয়নে সুবিধা করে দেবে। এক চিকিৎসকের কথায়, 'ডেথ সার্টিফিকেটে একটি ছোট বাক্য কলাম যোগ হলেও দেশে অঙ্গদানের হার অন্তত ২০% থেকে ২৫% বাড়তে পারে।' অঙ্গদানে বৈষম্য কমাতে এক দেশ, এক মানদণ্ডের পক্ষেও সওয়াল করেছে শীর্ষ আদালত। যদিও মূল মামলাটি ছিল অঙ্গ প্রতিস্থাপনে বৈষম্য, অসাম্য ও নিয়মের অসামঞ্জস্য নিয়ে। আদালত তার পর্যবেক্ষণে জানায়, লিঙ্গ, অঞ্চল বা আর্থসামাজিক অবস্থার ভেদাভেদ দূর করে এক অভিন্ন জাতীয় নীতি ছাড়া স্বচ্ছতা সম্ভব নয়। এ জন্য আদালত জানিয়েছে, অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক, তামিলনাড়ু ও মণিপুরের আইন সংশোধন করতে হবে। পাশাপাশি জানানো হয়েছে, যে সব রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে (মণিপুর, নাগাল্যান্ড, আন্দামান ও নিকোবর এবং লাক্ষাদ্বীপ) 'সোটো' (স্টেট অর্গান অ্যান্ড টিস্যু ট্রান্সপ্লান্ট অর্গানাইজেশন) নেই, সেখানে অতি দ্রুত 'সোটো' গঠন করতে হবে। সংশ্লিষ্ট 'রোটো' (রিজিওনাল অর্গান অ্যান্ড টিস্যু ট্রান্সপ্লান্ট অর্গানাইজেশন)-র সঙ্গে সেই 'সোটো'কে যুক্ত করতে হবে। অঙ্গদাতার স্বত্ব ও পরিচর্যার অভাব নিয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করে শীর্ষ আদালত। বেঞ্চ জানায়, জীবিত অঙ্গদাতারা নিজের শরীরের একটি মূল্যবান অঙ্গ দিচ্ছেন। প্রতিস্থাপনের পরে তাঁদের নিয়মিত চিকিৎসা, পরিচর্যা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। অথচ বাস্তবে অনেক ক্ষেত্রেই দাতারা উপেক্ষিত হন বলে আদালতের পর্যবেক্ষণ।

ধান কেনায় দুর্নীতি রুখতে কড়া নজরদারি রাজ্য সরকারের

শিলিগুড়ি – প্রতি বছরের মতো এ বারও খরিফ মরশুমে কৃষকদের কাছ থেকে সরকারি সহায়ক মূল্যে ধান কেনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার আগামী বিক্রি করতে প্রতি বছরের মতো এ বারও খরিফ মরশুমে কৃষকদের কাছ থেকে সরকারি সহায়ক মূল্যে ধান কেনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। এই ধান কেনাকে কেন্দ্র করে যাতে কোনও অনিয়মের অভিযোগ না ওঠে, তার জন্য জেলা প্রশাসনকে বিশেষ ভাবে সতর্ক করে দিয়েছে নবান্ন। সেই মতো প্রতিটি সরকারি ধান ক্রয় কেন্দ্রে নজরদারি বাড়ানো হচ্ছে। ফড়ে ও দালালদের দৌরাত্ম্য রুখতে প্রতিটি কেন্দ্রে সিসিটিভি বসানো বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ধান ক্রয় কেন্দ্রের আশপাশে কোনও সন্দেহজনক গতিবিধি নজরে এলেই পুলিশকে খবর দিতে বলা হয়েছে। নির্দিষ্ট পরিচয়পত্র ছাড়া সরকারি ধান ক্রয় কেন্দ্রে এসে যে কেউ ধান বিক্রি করতে পারবে না। অনুমোদিত পোর্টালে নথিভুক্ত চাষিদের কাছ থেকে ধান কিনবে সরকার। ধান ওজন করার সময় যাতে চাষিদের ঠকতে না হয়, তার জন্য ডিজিটাল ওয়েট মেশিন ব্যবহার করতে বলা হয়েছে। দূর দূরান্ত থেকে ধান বিক্রি করতে আসবেন, তাঁদের যাতে কোনও ধরনের অসুবিধা না হয়, সেটাও সুনিশ্চিত করতে বলা হয়েছে। তাদের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য ধান ক্রয় কেন্দ্রে থাকবে পানীয় জল, শৌচাগার ও বসার ব্যবস্থা। খাদ্য দপ্তরের এক শীর্ষ কর্তার বক্তব্য, 'ধান কেনা নিয়ে অতীতে অনেক ধরনের অনিয়ম সামনে এসেছে। ধান কেনায় দুর্নীতি নিয়ে তদন্ত করছে সিবিআই। এই অবস্থায় ধান কেনাকে কেন্দ্র নতুন করে কোনও বিতর্কে জড়াতে চাইছে না সরকার। ধান কেনা থেকে মিলে পৌঁছানো পর্যন্ত, পুরো প্রক্রিয়াটি যাতে স্বচ্ছ থাকে, সেটা জেলা প্রশাসনকে দেখতে বলা হয়েছে।' অন্য বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে চাষিদের কাছ থেকে ধান সংগ্রহ করবে। এই তালিকায় রয়েছে বেনফেড, কনফেড, নাফেড। তার পাশাপাশি রাজ্য সরকার ব্লকে ব্লকে নিজস্ব ক্রয়কেন্দ্র চালু করেছে। গত বছর কুইন্টাল পিছু ধানের দাম বাঁধা হয়েছিল ২৩২০ টাকা। এ বার সেটি বেড়ে হয়েছে ২৩৮৯ টাকা প্রতি কুইন্টালে। ধানের দাম বাড়ানো হয়েছে ৬৯ টাকা। স্থায়ী ধান ক্রয় কেন্দ্র (সিপিসি) কিংবা ভ্রাম্য ধান ক্রয় কেন্দ্রে (মোবাইল সিপিসি) ধান বিক্রি করলে ২০ টাকা উৎসাহ ভাতা পাওয়া যাবে। সব মিলিয়ে কুইন্টাল পিছু সর্বোচ্চ ২৪০৯ টাকা ধানের দাম পাবেন চাষিরা। ধান বিক্রি করার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে চাষির অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকে যাবে।

বাংলার মাটিতে আমাজনের পতঙ্গভুক উদ্ভিদ

তপন ঘোষ – পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার গড়বেতা ২ নম্বর ব্লকের পিয়াশালা গ্রাম পঞ্চায়েতের জঙ্গলের জঙ্গলে দেখা মিলল সূর্যশিশির উদ্ভিদের। এলাকায় উপস্থিত হলেন পরিবেশবিদ থেকে শুরু করে বিভিন্ন কৌতূহলীরা। মেদিনীপুর জুড়ে সূর্যশিশির নিয়ে জোর আলোচনা। পশ্চিমবঙ্গের কিছু জঙ্গলে বিরল পতঙ্গভুক উদ্ভিদ, সূর্যশিশির, হঠাৎ করে আবিষ্কৃত হওয়ায় বিস্ময় সৃষ্টি হয়েছে। এই উদ্ভিদটি পতঙ্গভুক অর্থ এর পাতাগুলো আঠালো, যা পোকামাকড় ধরতে সাহায্য করে। সাধারণত আমাজন জঙ্গলে দেখা গেলেও, বাঁকুড়া জেলার শোনামুখী, জয়পুর ও বিষ্ণুপুরের মত অঞ্চলে এর উপস্থিতি গবেষকদের কৌতূহল সৃষ্টি করেছে। মেদিনীপুরের জঙ্গলে সূর্য শিশির পাওয়া যাওয়া নিয়ে স্থানীয় উদ্ভিদ মহলে আলোচনার ঝড়। সাধারণত আমাজন জঙ্গলের মতো বৃষ্টিবহুল অঞ্চলে বেশি দেখা যায় এমন একটি পতঙ্গভুক উদ্ভিদের খোঁজ এবার মেদিনীপুরের জঙ্গলে সূর্যশিশিরের উপস্থিতি গবেষক ও প্রকৃতি প্রেমীদের মধ্যে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে। সূর্যশিশিরের বৈজ্ঞানিক নাম Diosera rotundi folia যা একটি পতঙ্গভুক উদ্ভিদ এবং প্রধানত পোকামাকড় শিকার করে বেঁচে থাকে। এর পাতার উপর থাকা শিশিরের মতো আঠালো কেশিকাগুলি দেখে এর নামকরণ করা হয়েছে। এটি মূলত নাইট্রোজেনের ঘাটতি পুষ্টি সম্পন্ন মাটিতে জন্মে, তাই পোকামাকড় থেকে প্রয়োজনীয় পুষ্টি সংগ্রহ করে। সূর্যশিশিরের পাতাগুলো ছোট এবং গোলাকার। পাতার উপরিভাগে থাকা গ্রন্থিযুক্ত রোমগুলো থেকে এক ধরনের আঠালো রস (mucilage) নিঃসৃত হয়, যা দেখতে শিশিরের মত। পোকামাকড় আকর্ষণ এই আঠা শুধু শিকারকে আটকে রাখাই নয়, বরং এর একটি বিশেষ গন্ধও রয়েছে যা পোকামাকড়কে আকর্ষণ করে। যখন কোনো পতঙ্গ আঠায় আটকে যায়, তখন পাতাগুলো ধীরে ধীরে বেঁকে গিয়ে পতঙ্গটিকে সম্পূর্ণভাবে আবদ্ধ করে ফেলে, উদ্ভিদটি শুধুমাত্র সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় খাদ্য তৈরি করে না, বরং শিকার করা পোকামাকড়কে হজম করে পুষ্টি গ্রহণ করে। এই অতিরিক্ত পুষ্টি গ্রহণ করার ফলে, কম খনিজ সম্পন্ন মাটিতেও এটি ভালোভাবে বেঁচে থাকতে পারে। সূর্যশিশির অ্যান্টার্কটিকা ছাড়া প্রায় সব মহাদেশেই পাওয়া যায়। সাম্প্রতিককালে, পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রাম জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে এই উদ্ভিদ দেখা গেছে।

সম্পাদকীয়

সাংবাদিকতার নেপথ্যে

সংবাদ আমরা প্রতিদিন পড়ি। হোক তা রাজনীতি, সমাজ, দুর্নীতি, অর্থনীতি কিংবা বিনোদনের জগৎ। কিন্তু সেই খবর পৌঁছে দেওয়ার জন্য যারা দিনরাত ছুটে বেড়ান, তাঁদের জীবনযাত্রা, সংগ্রাম ও বাস্তবচিত্র নিয়ে খুব কমই আলোচনা হয়। সাংবাদিকতার পেশা বাইরে থেকে যতটা আকর্ষণীয় মনে হয়, তার আড়ালে লুকিয়ে থাকে দীর্ঘ কর্মঘণ্টা, অস্থির পরিস্থিতি, নিরাপত্তাহীনতা, আর্থিক অনিশ্চয়তা এবং মানসিক চাপের এক অদৃশ্য পাহাড়। সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কাজ করা সাংবাদিকদের অনেক সময়ই বিশ্রাম বলে কিছু থাকে না। রাত বিরাতে হঠাৎ কোন খবর পেলেই দৌড়ে যেতে হয় ঘটনাস্থলে হোক তা দুর্গম প্রান্ত, ঝুঁকি এলাকা, কিংবা কোনো বিপজ্জনক দুর্ঘটনাস্থল। তরতাজা তথ্য দেওয়ার চাপ তাঁদের সর্বক্ষণ তাড়া করে বেড়ায়। অনেক রিপোর্টারকেই নিজেদের ব্যক্তিগত সময়, পারিবারিক অনুষ্ঠান এমনকি অসুস্থতার দিনগুলোও ত্যাগ করতে হয় দায়িত্ব পালনের তাগিদে। নিরাপত্তার দিক থেকেও সাংবাদিকতার পেশা সবসময়ই ঝুঁকিপূর্ণ। সংঘর্ষ, রাজনৈতিক অস্থিরতা, অপরাধ জগতের খবর সংগ্রহের সময় বিপদের মুখোমুখি হওয়া তাঁদের কাছে নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। প্রতিক্ষেত্রে রিপোর্টিং করতে গিয়ে বহু সাংবাদিক শারীরিক হামলার শিকার হয়েছেন, আবার অনেককে হুমকি ও মানসিক চাপের মধ্য দিয়ে কাজ করতে হয়। তবুও তাঁরা থেমে থাকেন না, কারণ ঘটনার প্রকৃত সত্য মানুষের কাছে তুলে ধরা তাঁদের পেশার মূল ধর্ম। অর্থনৈতিক দিক থেকে সাংবাদিকদের অবস্থা আরও কঠিন। বহু ফ্রিল্যান্সার ও সংবাদকর্মী কম বেতনে উচ্চচাপের কাজ করেন, যেখানে অতিরিক্ত সময় বা ঝুঁকিপূর্ণ রিপোর্টিংয়ের জন্য আলাদা সম্মানী অনেক সময়ই থাকে না।

উত্তর মেরুতে চার বাঙালি পর্যটক

কল্যাণ কুমার মিত্র - শাস্ত্রে এ যা স্বপ্ন দেখেছি তার থেকে অনেক গুণ বেশী সৌন্দর্য উপভোগ করছি। আমরা যে ক'দিন থাকবো সব দিনই সকালে মাংসই থাকবে হবে। হঠাৎ হোটেলে দুপুরে খাবু ডিমে খেয়ে লাঞ্চ করলাম। এদিকে দুটো থেকে তো অন্ধকার শুরু হয়ে গিয়েছে। Vanderhjem থেকে Honningsvag হয়ে Hammerfest এ চলে যাবো। এখানে দুটো রাত কাটাতে হবে। শীতে হিম নষ্ট হয় না তাই জাহাজ থেকে আমরা সবাই মিলে কিছু হিম স্টক করে রেখেছি তার মধ্যে চার প্যাকেট হিম নিয়ে ডিমের কারী ও ভাত রান্না করে সকলে মিলে খেয়ে রাতে লাইট অফ করে শুয়ে পড়লাম। এদিকে সারারাত ধরে বরফ পড়ছে। সকালে উঠে দেখি সব কিছু বরফে ঢাকা পড়ে আছে। গত কাল থেকে বরফ পড়া শুরু হয়েছে থামার নাম নেই। এদিকে হ্যামারফেস্ট এ থাকার কথা ওখানে এক রাত কাটিয়ে অরোরা বিয়ার ক্যাম্প যাবে দুটো রাত কাটাবো যাইহোক এখন চিন্তা বরফ পড়া কখন থামবে সেটাই দেখা। এখান থেকে হ্যামারফেস্ট এয়ার পোর্ট দু কিলোমিটার। সকালে গাড়ির লাগিয়ে ব্রেড আর হিম দিয়ে খেয়ে ব্রেকফাস্ট সেরে বরফ পড়ার মধ্যেই আমরা চারজনই বেরিয়ে পড়লাম। কিছুটা যাওয়ার পর প্রচণ্ড ঠান্ডার জন্য ফিরে এলাম হোটেলে। খাওয়ার চিন্তা আগামী কাল কি করা যাবে। দুপুরে ডিমের কারী ভাত খেয়ে নিয়ে হলো বিশ্রাম। বিকেলে কিছুটা ঘোরা আবার বিশ্রাম। পরের দিন লাঞ্চ সেরে রোভানিমি এসে পৌঁছে গেলাম। এখান থেকে আমরা যাবো ইনারি একটা রাত ইগলুতে কাটাবো। বাস ছাড়লো ইনারি পৌঁছলাম। ডিনার ও ব্রেকফাস্ট এর জন্য টাকা দেওয়া আছে কাজেই খাবার কোনো ঝামেলা নেই। আমাদের জন্য ইগলু কটেজ এর দুটো রুমে নেওয়া আছে। একটাতে আমি আর পার্থ এবং আর একটাতে অমলেন্দু বিশ্বাস ও তার বোন। কটেজ এর ছাদটা কাচ দিয়ে ঢাকা যাতে আমরা ইগলু থেকে অরোরা দেখতে পাই। ডিনার খেতে চলে এলাম ডাইনিং রুমে। এখানেও অপরিচিত খাবার। ডিনার সেরে ইগলুতে ঢুকে পড়লাম। রাতে গেয়ে কিলপিসে এর ন্যাশনাল পার্ক ও আমা গ্রোৎ এর পাড়ী দেখে আমরা এখান থেকে পায়ে হেঁটে রোভানিমির কাছে কেমি হোটেলে ১০ কিলোমিটার ট্রেক করে পৌঁছলাম। পরের দিন রোভানিমি বাস স্ট্যান্ড পৌঁছে গেলাম। এখান থেকে আমরা যাবো ইনারি একটা রাত ইগলুতে কাটাবো। বাস ছাড়লো ইনারি পৌঁছলো। আমাদের জন্য ইগলু কটেজ এর দুটো রুমে নেওয়া হলো। একটাতে আমি আর পার্থ এবং আর একটাতে অমলেন্দু বিশ্বাস ও তার বোন। কটেজ এর ছাদটা কাচ দিয়ে ঢাকা যাতে আমরা ইগলু থেকে অরোরা দেখতে পাই। ডিনার সেরে ইগলুতে ঢুকে পড়লাম। ইগলুর কাচ দিয়ে অরোরা দেখলাম এবং ক্যামেরায় ছবি বন্দি করে রাখলাম। পরের দিন ব্রেকফাস্ট সেরে প্রাইভেট কারে যাত্রা শুরু করলাম এভালো হিডায় ক্যাম্প এর উদ্দেশে পৌঁছলাম। এখানে আমাদের খোলা ঘর এবং কটেজ দিলো। নদী বরফে ঢেকে গিয়েছে। এখানে আমাদের রান্না করে খেতে হবে। কিচেনটা একটু দূরে। রান্নার সরঞ্জাম নিয়ে গিয়ে দুপুরে লাঞ্চ এর ব্যবস্থা হচ্ছে। ডাল, ডিমের কারী ভাত। এখানেও এক বোতল দুধ ফ্রিজে পাওয়া গেলো তাই রাতের জন্য আমার পায়েস করে রাখলাম। এখানে মাঝে মধ্যে স্লেজ গাড়ি দেখা গেলো। কিছু স্লেজ গাড়ী কুকুরে টানছে আবার কিছু স্লেজ গাড়ী যন্ত্রের সাহায্যে টানা হচ্ছে। ঝির ঝির করে আবার বরফ পড়া শুরু হয়েছে। এভালো এয়ার পোর্ট থেকে আমাদের ফ্লাইট ছেড়ে হেলসিঙ্কি পৌঁছলো। হেলসিঙ্কি তে আমাদের অনেক টা টাইম কাটাতে হবে। হেলসিঙ্কি থেকে দিল্লির ফ্লাইট বিকেলে। আমাদের কাছে খাদ্য ফ্রিজে ছিলো সেগুলো দুপুরে সদ্ব্যবহার করলাম। হেলসিঙ্কি থেকে দিল্লির ফ্লাইট এ উঠলাম। রাতে প্লেনে খাবারের ব্যবস্থা ছিলো তাই রাতের ডিনার টা ভালোই হলো। পরের দিন ভোরে দিল্লিতে ল্যান্ড করলো। দিল্লি থেকে রাজধানী এক্সপ্রেস ট্রেন ধরে হাওড়া পৌঁছে নিজেদের বাড়িতে ফিরলাম।

স্বাস্থ্য বন্ধুর 'সেরা বেঙ্গলি অ্যাওয়ার্ড ২০২৫'

সাবের আলি - স্বাস্থ্য বন্ধুর 'সেরা বেঙ্গলি অ্যাওয়ার্ড ২০২৫': আলো ঝলমলে মঞ্চে সম্মানিত স্বাস্থ্য যোদ্ধারা বাংলার স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং জনকল্যাণে নিবেদিত প্রাণ 'স্বাস্থ্য বন্ধু' সংগঠনের ক্যাপ্টেনদের অক্লান্ত স্বীকৃতি জানাতে আয়োজিত হল 'সেরা বেঙ্গলি অ্যাওয়ার্ড ২০২৫'। এক জমকালো অনুষ্ঠানে তাঁদের হাতে এই শ্রেষ্ঠ সম্মান তুলে দেওয়া হয়, যেখানে বাংলা চলচ্চিত্র জগতের দুই কিংবদন্তি, নায়িকা দেবশ্রী রায় এবং নায়ক চিরঞ্জিত চক্রবর্তী-এর উপস্থিতি অনুষ্ঠানটিকে এক অন্য মাত্রা দেয়। অনুষ্ঠানে বিশেষ করে মুর্শিদাবাদ জেলার স্বাস্থ্য বন্ধুর ক্যাপ্টেনদের হাতে শ্রেষ্ঠ সম্মান তুলে দেওয়া হয়। তাঁদের নিঃস্বার্থ সেবা এবং সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা এই মঞ্চে বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়। মলয় পীটকে বাংলার সেরা সম্মান প্রদান স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের জন্য শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজের কর্ণধার মলয় পীট-কে বাংলার 'সেরা সম্মান' দিয়ে ভূষিত করা হয়। এই বিশেষ সম্মান তাঁর হাতে তুলে দেন বাংলার জনপ্রিয় নায়ক চিরঞ্জিত চক্রবর্তী। এই স্বীকৃতিতে স্বাস্থ্য ও শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টা ও সাফল্য প্রতিফলিত হয়েছে। বিশিষ্টজনদের উপস্থিতি ও অনুপ্রেরণা কলকাতার এক অভিজাত প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠিত এই সম্মান প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাংলার একাধিক রাজনৈতিক, সংস্কৃতি জগতের ব্যক্তিত্ব, নামী ডাক্তার বাবু, এবং অধ্যাপক-অধ্যাপিকাবৃন্দ। তাঁরা সকলেই স্বাস্থ্য বন্ধুর ক্যাপ্টেনদের কাজের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং সমাজসেবার এই কাজে তাঁদেরকে আরও বেশি করে অনুপ্রাণিত করেন। দেবশ্রী রায় এবং চিরঞ্জিত চক্রবর্তী তাঁদের বক্তব্যে স্বাস্থ্যকর্মীদের এই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার উপর জোর দেন এবং তাঁদের এই উদ্যোগকে কুর্নিশ জানান।

ভেজাল ওষুধ প্রতিরোধে মানুষকে সচেতন করতে পথে বিসিডিএ

পিবিএনবি - ভেজাল ওষুধ প্রতিরোধের দাবীতে জানিয়ে মানুষকে সচেতন করতে এগিয়ে এল বেঙ্গল কেমিস্টস অ্যান্ড ড্রাগিস্টস অ্যাসোসিয়েশন (বিসিডিএ)। আজ রবিবার বিসিডিএ-এর বোলপুর শাখার পক্ষ থেকে বোলপুরে এক পদযাত্রা ও সমাবেশের আয়োজন করা হয়। এই সমাবেশে ওষুধের ন্যায্য দাম, নকল ও ভেজালমুক্ত ওষুধ এবং সঠিক প্রেসক্রিপশন বাছাই নিয়ে সাধারণ মানুষকে সচেতন করা হয়। রবিবারের সকালে বোলপুরের রাস্তায় দেখা গেল ভিন্ন এক দৃশ্য। ওষুধ ব্যবসায়ী, ফার্মাসিস্ট ও সমাজের সচেতন মানুষ একসঙ্গে হাতে ব্যানার-প্ল্যাকার্ড নিয়ে হাঁটছেন, একটাই উদ্দেশ্য: মানুষের জীবনকে ভেজাল ওষুধের হাত থেকে রক্ষা করা। এদিনের সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন, বিসিডিএ-এর বোলপুর শাখার সভাপতি মলয় পীট, তপন রায়, গৌতম চট্টোপাধ্যায়, জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় সহ বিসিডিএ-এর সদস্যরা। সমাবেশে প্রবুদ্ধের লাভে ছাড়ের মায়া ছেড়ে, ওষুধ কেনার সময় সজাগ থাকার জন্য বিশেষ ভাবে সচেতন করা হয়। ওষুধ বিক্রি নয়, মানুষের স্বাস্থ্যরক্ষাকেই আমরা সবার প্রথমে রাখি। ভুল ওষুধ, ভেজাল ওষুধ মানুষের প্রাণহানির কারণ হয়ে ওঠে। মানুষের স্বার্থে আমরা সে কথা তুলে ধরি। ওষুধের মতো সংবেদনশীল বিষয়ে জনসচেতনতা গড়ে তোলা খুবই জরুরী, বলে মনে করেন বিসিডিএ-এর বোলপুর শাখার সভাপতি মলয় পীট। মানুষকে সচেতন করতে বিসিডিএ সাধারণ মানুষের হাতে সচেতনতার লিফলেট তুলে দেন। সেখানে স্পষ্ট করে লেখা সঠিক লেবেল দেখে ওষুধ কিনুন, এক্সপায়ারি দেখে নিন, ওষুধের স্ট্রিপ কোড স্ক্যান করে যাচাই করে নিন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকা বিসিডিএ-র সদস্যরা বলেন, বর্তমান সমাজে নকল ও ভেজাল ওষুধের ঝুঁকি বাড়ছে। তাই মানুষের হাতে সঠিক তথ্য পৌঁছে দেওয়াই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য। ওষুধ মানে মানুষের জীবন। তাই ছাড়, প্রলোভনের মোহে না পড়ে, বিশ্বস্ত জায়গা থেকেই ওষুধ কিনুন। অনলাইন থেকে ওষুধ কেনার প্রবণতা মানুষকে ঝুঁকির দিকে ঠেলে দিচ্ছে, বলেই অভিমত।

উৎপাদন কমছে জয়নগরের মোয়ার মূল উপকরণের! খেজুর চারা রোপণ ব্যবসায়ীদের

পিবিএনবি - শীতের মরশুম আসার পরে বাজারে চাহিদা বেড়েছে জয়নগরের মোয়ার। পাল্লা দিয়ে বেড়েছে এই মোয়ার অন্যতম উপাদান শিউলি কাটের নলেন গুড় ও কনকচূড় ধানের চাহিদা। তাই মোয়ার জন্য নলেন গুড়ের সরবরাহ বৃদ্ধিতে ৫৫টি খেজুর গাছের চারা বসানো হল। জয়নগরের বুড়াশিবতলার মোয়া ব্যবসায়ীদের ও বিধায়ক এর উদ্যোগে চারাগুলি বসানো হয়। শীত পড়ে গেছে, আর শীতের জনপ্রিয় জয়নগরের মোয়া ও অন্যতম প্রধান এই মোয়া তৈরির প্রধান উপাদান খেজুর গাছ থেকে উৎপাদিত নলেন গুড় তৈরি দিন যাচ্ছে আস্তে আস্তে হারিয়ে যাচ্ছে খেজুর গাছ। আগে জয়নগর ও কুলতলী থানার এলাকার বুড়াশিবতলা, দুর্গাপুর, নিমপীঠ, শ্রীপুর, বহড়ু, মিঠানি, কাকপাড়া, দক্ষিণ বারাশত সহ একাধিক জায়গায় রাস্তার পাশে, খালের পাশে অবহেলা, অনাদরে খেজুর গাছ দেখতে পাওয়া যেত। কিন্তু সময় যত এগিয়েছে জঙ্গলের কারণে, জঙ্গল কেটে বসতি স্থাপনের কারণে খেজুর গাছ নষ্ট হয়ে গেছে। আর তার কুফল নলেন গুড়ের ভাঁড়ারে টান পড়েছে। তাই এবার সরকারের পাশাপাশি নড়েচড়ে বসেছে জয়নগরের মোয়া ব্যবসায়ীরা। খেজুর গাছ ক্রমশ কমে যাওয়ায় আসল জয়নগরের মোয়া থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন খাদ্য প্রেমীরা। আর এই মোয়াকে বাঁচাতে বেশি করে খেজুর গাছ লাগাতে হবে আমাদের নিজেদের গাছগুলির পরিচর্যার দিকে ও নজর দিতে হবে বোঝেন দক্ষ শিল্পী এগিয়ে এসেছেন। এবার এই কাজকে আগামী আরো পাশাপাশি এগিয়ে এসে খেজুর গাছ রক্ষা ও পরিচর্যা করুক, যাতে আগামী দিনে নলেন গুড়ের ভাঁড়ারে টান না হয়। পাশাপাশি এই চারা গাছগুলির নিয়মিত পরিচর্যার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

উত্তরের বার্তা

উত্তরবঙ্গের পাখিরালয়ে আসছে পরিযায়ী পাখিরা

সোমেশ মাহাতো – শীত পড়তেই ডুয়ার্সে পরিযায়ী পাখিদের ভিড়। গোসাইহাটের ইকো পার্কে বাড়ছে দেশি-বিদেশি পাখির আনাগোনা। পরিযায়ীর ডাকে জাগছে ডুয়ার্সের গ্রাম। বেশ কয়েক বছর পরিচর্যা না হওয়ায় সেখান থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল পরিযায়ী পাখিরা। মাঝে কিছুদিন ঝিমিয়ে থাকার পরে ফের জেগে উঠেছে এই পক্ষীশালা। পাখির আগমনে খুশি স্থানীয় বাসিন্দা থেকে পর্যটকেরা। হেমন্তের শীতের আমেজ আসতেই ডুয়ার্স আবার ভরে উঠছে পরিযায়ী পাখির ডানার শব্দে। উত্তুরে হাওয়া নামতেই গরুবাথান রেঞ্জের অন্তর্গত খুটিমারি গোসাইহাটের ইকো পার্কে ধীরে ধীরে ভিড় জমাতে শুরু করেছে দেশি-বিদেশি পাখিদের দল। একসময় এই ইকো পার্ক তার মনোরম ঝিল আর বিস্তীর্ণ জলাশয়ের টানে পাখিপ্রেমীদের কাছে বিশেষ পরিচিত ছিল। মাঝে বেশ কয়েক বছর পরিচর্যা না হওয়ায় সেখান থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল পরিযায়ী পাখিরা। তবে সদ্য জলপাইগুড়ি বন বিভাগ গোসাইহাটের ইকো পার্ক ও পাখিরালয়টি সংস্কার করেছে। তাই শীতের শুরুতেই ভিড় জমাতে শুরু করেছে পরিযায়ী পাখিরা। ইকো পার্কের একটা অংশ পাখিদের জন্য খুলেও দেওয়া হয়েছে। এখন ভোর হতেই সেই পুরোনো দিনের ছবি যেন আবার ধীরে ধীরে ফিরে আসছে। ঝিলের আশপাশজুড়ে দেখা মিলছে রেড নেক বার্ড, লেসার হুইসলিং ডাক, পানকৌড়ি, চখাচখি, ওরিয়াল, হাঁসক, জলমুরগি, সহ নানা প্রজাতির একাধিক পাখির। সকাল থেকে সন্ধে ডানা ঝাপটানোর শব্দ, পাখির কলতান, জলে নামার ছলছল শব্দে মুখর হয়ে উঠছে গোসাইহাটের ঝিল। স্থানীয়দের কথায়, শীতকাল এখানে যেন পাখিদের উৎসব। উত্তরের দেশ থেকে দীর্ঘ ভ্রমণ শেষে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে যখন ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি ডুয়ার্সে আসে, গোসাইহাটের ঝিল তাদের অন্যতম প্রিয় ঠিকানা। কয়েক বছর আগেও এই ঝিলেই এক মরশুমে ২৮ থেকে ৩০ প্রজাতির পাখি দেখা যেত বলে দাবি স্থানীয়দের। সেই সোনালি দিন যেন ফের ফিরে আসার ইঙ্গিত দিচ্ছে এই শীতের মরশুম। আকাশে চক্কর কাটছে নানা প্রজাতির একাধিক পাখির ঝাঁক, মন ভরাচ্ছে পাখিপ্রেমীদের। ঝিলের পাড়ে দেখা যাচ্ছে পানকৌড়ির দলকে। কেউ পাখা মেলে রোদ পোহাচ্ছে, জলের ধারে হাঁটছে জলমুরগি, ডাহুক, বালিহাঁস। ঝিল সংলগ্ন খুকমুং বস্তির বাসিন্দা রবি রাভা বলেন, 'শীত পড়তে না পড়তেই পাখিদের আসা শুরু হয়েছে। সকালে ঘুম ভাঙছে পাখির ডাকেই। অনেক বছর পরে আবার এত প্রজাতির পাখি একসঙ্গে দেখা যাচ্ছে। যদি পরিচর্যা আরও বাড়ানো হয়, তবে গোসাইহাট আবার আগের মতো পাখিদের আস্তানায় পরিণত হবে।' জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি সীমা চৌধুরী বলেন, 'এই ইকো পার্ক নিয়ে মাঝে নানা অভিযোগ উঠেছিল। পার্কটি পরিচর্যার অভাবে প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। বন বিভাগ এটি উদ্যোগেই সংস্কার করেছে।' পর্যটকরাও ইতিমধ্যেই ভিড় জমাতে শুরু করেছেন। শহর থেকে আসা পর্যটক দীপ দে-র কথায়, 'ডুয়ার্সের শীত মানেই পরিযায়ী পাখির ভিড় জমানো। ইকো পার্কে দাঁড়িয়ে পানকৌড়ি, রেড নেক বার্ড, লেসার হুইসলিং ডাক একসঙ্গে দেখতে পাওয়ার আনন্দই আলাদা। আগামী সপ্তাহে আরও বেশি পাখি আসবে বলেই মনে হচ্ছে।' গরুবাথানের রেঞ্জার চন্দন ভট্টাচার্য বলেন, 'ইকো পার্ক সংস্কার করা হয়েছে, শীত উপলক্ষে পর্যটকদের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে।'

নদীর বাঁধে বিনা অনুমতিতে গাছ কাটার প্রতিবাদ গ্রামবাসীদের

শিলিগুড়ি – জলঢাকা নদীর বাঁধে গাছ কাটাকে কেন্দ্র করে রেল পুলিশ গ্রামবাসীর বচসা। জলঢাকা নদীর পাড়ে যা ঘটল, তাকে 'চিপকো' আন্দোলনের প্রতিধ্বনি বললে ভুল হবে না। ধূপগুড়ি মহকুমার গয়েরকাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের ঝোপাপাড়া গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে গিয়েছে জলঢাকা নদী। ওই নদীর বাঁধে রয়েছে অসংখ্য গাছ। চলতি বছর অক্টোবর বিপর্যয়ে বাঁধ ভেঙে গোটা ঝোপাপাড়া গ্রাম প্লাবিত হয়। সেই সময় একাধিক গাছ পড়ে যায়। সেই গাছগুলি রেল পুলিশ কেটে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছিল। গ্রামবাসীদের আশঙ্কা ছিল, বিপর্যয়ে ভেঙে পড়া গাছগুলির সঙ্গে বাঁধের স্থায়ী গাছগুলিও কেটে ফেলা হতে পারে। এদিন গ্রামবাসীদের আশঙ্কাই সত্যি হয়। রেল পুলিশকর্মীরা প্রথমে পড়ে যাওয়া গাছগুলি কাটতে শুরু করে অভিযোগ, এরই মাঝে হঠাৎ স্থায়ী গাছগুলিও কাটতে যান পুলিশকর্মীরা। তখনই বাধা দেন গ্রামবাসীরা। প্রথমে তাঁরা গাছ কাটার অনুমতিপত্র দেখতে চান। গ্রামবাসীদের দাবি, রেল পুলিশ কোনও অনুমতিপত্র দেখাতে পারেনি। তার পরে একপ্রকার হুমকির সুরেই গাছ কাটতে থাকলে গ্রামবাসীরা ক্ষেপে যান। তাঁরা চিপকোর কায়দায় গাছগুলিকে জড়িয়ে প্রতিবাদ শুরু করেন। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, রেল পুলিশ হুমকির সুরে তাঁদের সরে যেতে বলেন। কিন্তু তাঁরা সরেননি। এ নিয়ে বচসার সৃষ্টি হয়। শেষমেশ গ্রামবাসীদের প্রতিবাদে এদিনের মতো পিছু হটতে বাধ্য হয় রেল পুলিশ। গ্রামবাসীদের দাবি, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে তাঁদের গ্রামে অনেক ক্ষতি হয়েছে। আবার গাছ কাটলে বাঁধের ক্ষতি হবে। প্রাকৃতিক বিপর্যয় নেমে আসতে পারে। এই গাছগুলির সঙ্গে স্থানীয়দের আবেগও জড়িয়ে। প্রতিবাদকারী এক বাসিন্দা মধুমিতা মণ্ডল বলেন, 'গাছগুলি আমাদের অনেক শান্তি দেয়। গরমকালে আমরা এই গাছতলায় ছায়ায় বসে বিশ্রাম নিই। আমাদের অনেক স্মৃতি জড়িয়ে আছে। চোখের সামনে গাছগুলোকে বড় হতে দেখেছি। এগুলোকে আমরা কাটতে দিই কেমন করে?' গ্রামবাসীদের অভিযোগ, রেল পুলিশকর্মীরা ব্যর্থ হয়ে ফেরার সময়ে 'দেখে নেব' বলে হুমকি দিয়ে গিয়েছেন। তাই ফের গাছ কাটার জন্য তাঁরা আসতে পারেন বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন বাসিন্দারা। ধূপগুড়ি রেল স্টেশনের অধীনে থাকা এই এলাকায় জলঢাকা সেতুর পাশে বাঁধের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব রেলেরই। অভিযোগ, এ দিন ধূপগুড়ি নয়, ময়নাগুড়ির রেল পুলিশ গাছ কাটতে আসে। এ নিয়েও সন্দেহ দানা বেঁধেছে এলাকায়। বসিত ময়নাগুড়ি জিআরপি ওসি [illegible] বলেছেন, 'গাছ কাটতে আমাদের দপ্তরের কোনও কর্মী সেখানে যায়নি। বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখছি।' স্থানীয় বাসিন্দা সুকুমার রায়ের দাবি, 'গাছগুলি কাটা তো দূর, সংরক্ষণ করতে হবে।' এলাকার পঞ্চায়েত সদস্য সুভাষ রায় বলেন, 'বাঁধটি রেলের অধীন। তাই বলতে পারব গাছ কাটা যায় কি না তা আমরা জানি না।'

জলপাইগুড়ির গ্রামে গ্রামে পৌঁছবে মোবাইল মেডিক্যাল ইউনিট

দেবা ভৌমিক – রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে পাঠানো হয়েছে ২টি মোবাইল মেডিক্যাল ইউনিট। রাজ্য সরকারের উদ্যোগে উত্তরবঙ্গের প্রান্তিক গ্রামবাসীদের জন্য ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা পরিষেবা। স্বাস্থ্য পরিষেবা এবার চাকায় সওয়ার। জলপাইগুড়িতে চালু হলো মোবাইল মেডিক্যাল ইউনিট। জেলা প্রশাসন সূত্রে খবর, চা বাগান এবং প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে চিকিৎসা ব্যবস্থা সহজে পৌঁছে দিতে এ বার মোবাইল মেডিক্যাল ইউনিট চালু করা হলো জলপাইগুড়িতে। রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে পাঠানো হয়েছে ২টি মোবাইল মেডিক্যাল ইউনিট। সেগুলি পাঠানো হলো চা বাগান অধ্যুষিত মালবাজার এবং নাগরাকাটা বিধানসভা এলাকায়। জেলা প্রশাসন সূত্রের খবর, এই ২টি মোবাইল মেডিক্যাল ইউনিট বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে ঘুরে স্বাস্থ্য পরিষেবা দেবে। জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক অসীম হালদার জানিয়েছেন, এই ইউনিটগুলিতে চিকিৎসক, নার্স এবং স্বাস্থ্যকর্মীরা থাকবেন। তার সঙ্গেই প্যাথলজি এবং ইসিজির ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে এই ২টি ইউনিটে। যাতে প্রয়োজনে রোগীদের প্রাথমিক পরিষেবা দেওয়া যায়, সেই কারণেই এই ব্যবস্থা। চিকিৎসার প্রয়োজনে, বিশেষ করে আপৎকালীন পরিস্থিতিতে প্রত্যন্ত এলাকার বাসিন্দাদের যাতে দীর্ঘ পথ পেরিয়ে হাসপাতালে যেতে না হয়, সেই কারণেই এমন পদক্ষেপ। উল্টে এই মোবাইল হাসপাতাল পৌঁছে যাবে গ্রামে গ্রামে।

লড়াইয়ের ময়দানে অন্যের জন্য বিশেষভাবে সক্ষম রুমানা খাতুন

অপূর্ব মৈত্র – শারীরিক প্রতিবন্ধকতাকে উপেক্ষা করে বিশেষভাবে সক্ষম নারী পুরুষদেরকে সরকারি সুবিধা পাইয়ে দিতে অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছেন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বংশীহারির যুবতি রুমানা খাতুন (৩২)। জন্মসূত্রে বাড়ি বংশীহারির মহাবাড়ি পঞ্চায়েতের কর্কিহার গ্রামে তিনি নিজেই একজন জন্মগতভাবে বিশেষভাবে সক্ষম যুবতি। উচ্চতা মেরেকেটে মাত্র তিন ফুট। বাবা মোস্তাক আলি এবং মা ওসমানারা বেগম কে নিয়ে তার বসবাস। পরিবারের মাত্র এক বিঘা জমিতে চাষবাস করেই অতিকষ্টে সংসার চালান তার বাবা মোস্তাক আলি। রুমানা নিজ দক্ষতায় ইতিমধ্যে সারা বাংলা প্রতিবন্ধী কল্যাণ সমিতির দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা কমিটিতে স্থান করে নিয়েছেন। এইদিন কর্কিহার গ্রামে রুমানার জরাজীর্ণ বাড়িতে গিয়ে দেখা গেল রুমানা উঠোনে বসে আছেন। সাংবাদমাধ্যম থেকে এসেছি শুনে বেশ বিস্মিত হলেন তিনি বললেন, কি জানতে চান বলুন। দেখতেই তো পাচ্ছেন আমাদের পারিবারিক অবস্থা। হ্যাঁ, আমি নিজেই জন্ম থেকেই বিশেষভাবে সক্ষম শারীরিক এই প্রতিবন্ধকতা নিয়ে মাত্র অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনা করেছি। আমার বৃদ্ধ বাবা মাত্র এক বিঘা জমিতে চাষবাস করে বাবা আমাদের সংসার চালান। আমি প্রতিবন্ধী ভাতা প্রতি মাসে এক হাজার টাকা পাই। তাতে সেই আয়ের টাকা সংসারে দিতে পারি না। সংগঠনের কাজে জেলার নানা প্রান্তে ঘুরতেই শেষ হয়ে যায়। সম্প্রতি শান্তিনিকেতন আয়োজিত সংগঠনের কাজে বাইরে যেতে হয় আর্থিক ভাতা ছাড়া আর কিছু পান কি? প্রশ্নে তিনি বলেন, না আর কিছু পাই নি। একটি ট্রাই সাইকেলের জন্য চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু পাই নি এই নিয়ে এখন আর আক্ষেপ নেই। এখন জেলার বিশেষভাবে সক্ষম তাই কোনোভাবে সরকারি সুযোগ সুবিধা পাইয়ে দিতে কাজ করার মাধ্যমেই নিজের তৃপ্তি খুঁজে পাই রুমানার মা ওসমানারা বেগম বলেন, আমার তিন ছেলে মেয়ের মধ্যে রুমানা সবার বড়। অন্য দুই ছেলের পৃথক সংসার। আমরা খুব গরিব। আমরা স্বামী স্ত্রী অনেক চেষ্টা করেও সরকারি থাকা কিম্বা আবাস যোজনার ঘর পাই নি। এই ভাঙা বাড়িতেই প্রতিবন্ধী মেয়েকে নিয়ে অতি কষ্টে বসবাস করি জন্ম থেকেই আমার মেয়ে প্রতিবন্ধী এখনও তার বিয়ে হয় নি। আর কে আমার এই প্রতিবন্ধী মেয়েকে বিয়ে করবে। ও এখন প্রায় দিন বাড়িতেই থাকে না। বেশ কয়েক বছর আগে একাধিকবার চেষ্টা করেও অঙ্গনওয়াড়ি স্থানীয় নেতাদের ঘুষ দিতে না পারায় আইসিডিএস-এর হেল্পারের চাকরি হয় নি। এখন সমিতির কাজ নিয়ে মেয়ের সময় দিব্যি কেটে যায়। সারা বাংলা প্রতিবন্ধী কল্যাণ সমিতির জেলা সম্পাদক নারায়ন মোহন্ত বলেন, রুমানা খুব কর্মঠ মেয়ে। তার পরিবার খুবই দরিদ্র। রুমানার কাজকর্মের নিরিখে তাকে জেলা সমিতির সম্পাদক দেওয়া হয়েছে। এখন সে সংগঠনের হয়ে প্রতিবন্ধীদের সরকারি সুযোগ সুবিধা পাইয়ে দিতে শুধু জেলা কেন, কোলকাতা পর্যন্ত তাকে ছুটতে হয়। কিন্তু দেখুন, অনেক চেষ্টা করেও সে যেখানে একটি সরকারি ভাতা বা ট্রাই সাইকেল পায় নি। কিন্তু এখন অন্যদের সরকারি সুযোগ সুবিধা পাইয়ে দিতে অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছে। পায়ের সমস্যার জন্য তার হাঁটতে খুব কষ্ট হয় অন্য নিজের টাকায় একজোড়া জুতো তৈরি করে এটিই তার পরম পাওনা হয়েছে। রুমানা একজন ভালো কর্মী এবং অবশ্যই আমাদের সংগঠনের এক অমূল্য সম্পদ।

উত্তরবঙ্গের প্রত্যন্ত গ্রামে ভ্রাম্যমাণ পশু চিকিৎসালয়

সোমেশ মাহাতো – জলপাইগুড়ি জেলার মেটেলি ব্লকের বিধাননগর গ্রাম পঞ্চায়েতের খুনিয়াম এলাকায় অনুষ্ঠিত হলো প্রাণিসম্পদ বিকাশ দপ্তরের বিশেষ স্বাস্থ্য শিবির। ভ্রাম্যমাণ পশু চিকিৎসালয়ের উদ্যোগে ২০ তারিখ এলাকার পশুপালকদের দেওয়া হয় বিনামূল্যে ভ্যাকসিন, ওষুধ, চিকিৎসা পরামর্শ ও প্রয়োজনীয় পরিষেবা। সকাল থেকেই বহু পশুপালক তাঁদের গবাদি পশু নিয়ে শিবিরে উপস্থিত হন। শিবিরে মোট প্রায় ১০০টি পরিবারকে ছাগলের পিপিআর ভ্যাকসিন দেওয়া হয় এবং ২০০-রও বেশি মুরগিকে রানীক্ষেত ভ্যাকসিন প্রদান করা হয়েছে। সরকারি এই উদ্যোগে সরাসরি উপকৃত হয়েছেন ৫০টিরও বেশি পরিবার। স্থানীয় বাসিন্দা মফিজুল ইসলাম জানান, আমি আমার মুরগি ও ছাগলের ভ্যাকসিন করিয়েছি। এই সচেতনতা অনেক প্রাণীকে অকালমৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে পারে। সরকারের এমন উদ্যোগ সত্যিই প্রশংসনীয়। পশু চিকিৎসক ডা. অর্পণ চক্রবর্তী বলেন, মানুষ ধীরে ধীরে সচেতন হচ্ছেন। এটাই আমাদের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি। সরকারি উদ্যোগে এমন স্বাস্থ্য শিবির হওয়ায় গ্রামাঞ্চলের পশুপালকদের মধ্যে স্পষ্ট স্বস্তি দেখা যাচ্ছে।

দক্ষিণের বার্তা

সেজে উঠছে রামপ্রসাদের ভিটে

পিবিএনটি - সাধক রামপ্রসাদের ভিটে সংস্কারের সঙ্গে সৌন্দর্যায়নের কাজ হবে রাজ্যের পর্যটনের নতুন দিশা দিকে উদ্যোগী হয়েছে রাজ্য সরকার। নতুন নতুন পর্যটনকেন্দ্র, প্রাচীন স্থাপত্য ও ঐতিহাসিক স্থানকে বিশেষ পর্যটনকেন্দ্র গড়ে তুলতে আগ্রহী রাজ্যের পর্যটন দপ্তর। সেই মতোই সাধক কবি রামপ্রসাদ সেনের হালিশহরের ভিটে সংস্কারে উদ্যোগী হল সরকার। কমবেশি ৫০০ বছর পুরোনো গঙ্গাপারের জনপদ হালিশহর। যার প্রাচীন নাম ছিল কুমারহট্ট। এখানেই প্রায় ৩০০ বছর আগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন সাধক কবি রামপ্রসাদ সেন। তাঁর জন্মভিটেকে কেন্দ্র করে হালিশহরকে পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছিল হালিশহর পুরসভা। এ বার রাজ্যের পর্যটন দপ্তর সেই জন্য ২৮ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেছে। একটি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সেই কাজের সূচনাও হয়ে গেল। মন্দির সংস্কারের সঙ্গে সৌন্দর্যায়নের কাজ হবে। প্রাথমিক পর্যায়ে ৪৯ লক্ষ টাকার কাজ হবে। তার পর ধাপে ধাপে কাজ এগোবে। এ দিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বীজপুরের বিধায়ক সুবোধ অধিকারী, হালিশহর পুরসভার চেয়ারম্যান শুভঙ্কর ঘোষ, মন্দির কমিটির পক্ষে মানস চক্রবর্তী-সহ বিশিষ্টজনেরা। মূলত হালিশহর পুরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডে শিবের গলি লেন রোডে অবস্থিত সাধক কবি রামপ্রসাদ সেনের ভিটেবাড়িকে কেন্দ্র করেই এই কাজ চলবে। আর গঙ্গার তীরকে নিয়ে একটি পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে। বিধায়ক সুবোধ অধিকারী বলেন, 'রামপ্রসাদ সেনের এই ভিটেতে বছরের পর বছর নিষ্ঠার সঙ্গে মা কালীর পুজো হয়। রামপ্রসাদ সেন তাঁর আরাধ্য দেবীর মাতৃমূর্তিকে সঙ্গে নিয়েই গঙ্গায় ডুব দিয়েছিলেন। পরে অনেকের এক ব্যক্তি স্বপ্নাদেশ পেয়ে আবার মায়ের সেই মূর্তি উদ্ধার করে প্রতিষ্ঠা করেন। এখনও এখানকার মন্দিরে সেই দেবীর নিত্যপূজা হয়।' বিধায়কের কথায়, 'রামপ্রসাদের ভিটেকে সুন্দর করে সাজিয়ে তোলার জন্য পর্যটনমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানিয়েছিলাম। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার আমার আবেদনে সাড়া দিয়ে টাকা মঞ্জুর করেছে। কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। আশা করা যায় কয়েক মাসের মধ্যেই কাজ শেষ হবে।'

বর্ধমান জুলজিক্যাল পার্কের পরিকাঠামো উন্নয়নে পদক্ষেপ

সমর হালদার - বর্ধমান জুলজিক্যাল পার্ক পরিদর্শন করলেন আধিকারিকেরা। এই পার্ক সম্প্রসারণ করার পরিকল্পনাও গ্রহণ করা হয়েছে। রাজ্যের সমস্ত জুলজিক্যাল পার্কের মান উন্নয়ন করা হবে। কী ভাবে সেই কাজ হবে তা পর্যালোচনা করার কাজ শুরু করেছেন বনবিভাগের আধিকারিকেরা। বর্ধমান জুলজিক্যাল পার্ক পরিদর্শন করার পরেই এই কথা জানান বন দপ্তরের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি পি কমলাকান্ত রাজ্যের আলিপুর জুলজিক্যাল পার্ক বর্ধমানের রমনা বাগান এলাকায়। সেই পার্ক পরিদর্শনে আসেন ওয়েস্ট বেঙ্গল জুলজিক্যাল অথরিটি (WBZA)-র গভর্নিং বোর্ডের কমিটির সদস্যরা। এ দিন ওই পার্কের বিভিন্ন প্রাণী ও পাখির আবাসস্থল, খাদ্যব্যবস্থা, স্বাস্থ্য পরিস্থিতি এবং সামগ্রিক পরিকাঠামো খতিয়ে দেখেন তাঁরা। পাশাপাশি কর্মরত কর্মীদের সঙ্গেও আলোচনা করে বর্ধমান রেঞ্জারদের মান ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে তথ্য নেন কমিটির সদস্যরা। এর পরেই বনদপ্তরের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি জানান, শুধু বর্ধমান জুলজিক্যাল পার্ক না, রাজ্যের অন্যান্য জু-গুলিতেও ধাপে ধাপে এই রকম পরিদর্শন হবে। প্রতিটি চিড়িয়াখানার ম্যানেজমেন্ট, নিরাপত্তা, পরিকাঠামো ও প্রাণী সুরক্ষার বিষয়গুলো সমন্বিতভাবে পর্যালোচনা করে একটি বিস্তৃত রিপোর্ট তৈরি করা হবে। সেই সঙ্গেই বর্ধমান জুলজিক্যাল পার্কের সম্প্রসারণ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এই পার্ক-এর সম্প্রসারণ প্রকল্প ইতিমধ্যেই মাস্টার প্ল্যানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। নতুন যে সমস্ত পশুপাখি আনার প্রস্তাব রয়েছে, তার তালিকা অনুমোদিত হয়েছে। পর্যায়ক্রমে সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী পার্কে নতুন প্রাণী সংযোজন করা হবে বলেও জানিয়েছেন আধিকারিকেরা। রাজ্যের প্রতিটি চিড়িয়াখানাতেই আধুনিক পরিকাঠামো গড়ে তোলার পাশাপাশি প্রাণীকল্যাণের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে বলেও জানান এই কমিটির সদস্যরা।

বিধাননগর মহকুমা হাসপাতালে রক্তদান উৎসব

সমর কুমার বন্দোপাধ্যায় - দুর্গাপুরের বিধাননগর মহকুমা হাসপাতালের চত্বর রক্তদাতাদের সহযোগিতায় মুখরিত হয়ে উঠে। বেনাচিতি শুকতারা জগত সুধা কমিটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এই বৃহৎ রক্তদান কর্মসূচি এদিন রূপ নেয় এক সামাজিক উৎসবে। নারী-পুরুষ সকলের অংশগ্রহণে পূর্ণ ছিল শিবিরটি। বিশেষ করে মহিলাদের উপস্থিতি নজর কেড়েছে সকলের। শিবিরে মোট ২০০ জন স্বেচ্ছাসেবী রক্তদান করেন, যা হাসপাতালের ব্লাড ব্যাঙ্কের সঞ্চয়কে আরও শক্তিশালী করে। উদ্যোগের অন্যতম মুখ সমাজসেবী শান্তি সিং বলেন, রক্তের সংকট যে কত বড় সমস্যা, আমরা তা দেখি। তাই আগামী দিনেও বেনাচিতিতে আরও রক্তদান শিবির আয়োজনের পরিকল্পনা রয়েছে। মানবিকতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে জগত সুধা কমিটি এদিন হাসপাতালের ইএনটি বিভাগে ব্যবহারের জন্য উচ্চক্ষমতার এন্ডোস্কোপি মেশিন দান করে। এই অত্যাধুনিক যন্ত্রের ফলে রোগীরা আরও দ্রুত, নির্ভুল এবং উন্নত চিকিৎসা পাবেন বলে মত চিকিৎসকদের। অন্যদিকে, হাসপাতালের উন্নয়নে আরেক ধাপ এগিয়ে এদিন সম্পন্ন হয় পুরনো ভবন থেকে নতুন ১০০ বেডের কোভিড ভবন পর্যন্ত সংযোগকারী রাস্তার উপর শেড নির্মাণের শিলান্যাস। এই নতুন পথ নির্মাণ হলে রোগী পরিবহণ এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের চলাচল আরও সহজ ও সুশৃঙ্খল হবে। অনুষ্ঠানের বিশেষ ভাবে উপস্থিত ছিলেন, আসানসোল দুর্গাপুর উন্নয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান কবি দত্ত, দুর্গাপুর মহকুমা শাসক সুমন বিশ্বাস, দুর্গাপুর নগর নিগমের কমিশনার আবুল কালাম আজাদ, চেয়ারপার্সন অনিন্দিতা মুখার্জি, প্রাক্তন পুরসভার সদস্য দীপঙ্কর, সমাজসেবী ভীম সেন মণ্ডল সহ বিধায়ক, হাসপাতাল ও প্রশাসনের একাধিক বিশিষ্ট প্রতিনিধি। রক্তদান কর্মসূচি, অত্যাধুনিক যন্ত্র দান ও হাসপাতালের পরিকাঠামো উন্নতির এই সম্মিলিত উদ্যোগ সমাজসেবার এক অনন্য উদাহরণ হয়ে রইল। মানবিক প্রয়াসের এই ধারাবাহিকতা স্বাস্থ্য পরিষেবাকে আরও সমৃদ্ধ করবে বলেই আশা এলাকাবাসীর।

অবৈধ কারবার বন্ধ করে পার্কিং প্লেসের দায়িত্বে স্বনির্ভর গোষ্ঠী

সুলান্ত বনিক চৌধুরী - স্কুটার, মোটরবাইক ও গাড়ি পার্কিংয়ের ব্যবস্থা করে দিয়ে বিধি ভেঙে খাজনা নিচ্ছিল কিছু লোকজন। এবার সেই গাড়ি পার্কিংয়ের অবৈধ কারবার বন্ধ করে পার্কিং প্লেসের দায়িত্ব দেওয়া হল মহিলা পরিচালিত স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে। সিটি সেন্টার বাসস্ট্যান্ডের অদূরে সরকারি জমি দখল করে গজিয়ে উঠেছিল অবৈধ পার্কিং প্লেস। স্কুটার, মোটরবাইক ও গাড়ি পার্কিংয়ের ব্যবস্থা করে দিয়ে বিধি ভেঙে খাজনা নিচ্ছিল কিছু লোকজন। মাস শেষে পকেটে ঢুকছিল মোটা টাকা। অবৈধ পার্কিংয়ের ব্যবসা বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছিল এডিডিএ। কিন্তু নির্দেশ মানা হয়নি। অবশেষে অবৈধ পার্কিং সংস্থাগুলির অস্থায়ী অফিস মেশিন দিয়ে ভেঙে দিয়ে অবৈধ পার্কিং বন্ধ করে দিল এডিডিএ। এমনটাই সংস্থার আধিকারিকরা জানান, এবার থেকে ওই একই জায়গায় পার্কিং করা যাবে। তবে সেটা বৈধ ভাবে। পার্কিংয়ের দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে মহিলা পরিচালিত স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে। এডিডিএ-র দুর্গাপুরের টাউন ম্যানেজার সৌমিত্র খাঁ বলেন, 'সিটি সেন্টার অঞ্চলে পার্কিংপ্লেসগুলি মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। তাঁরাই পার্কিং প্লেস পরিচালনা করবেন। যারা অবৈধ ভাবে পার্কিং প্লেস চালাচ্ছিল তাদের সরিয়ে দেওয়া হলো।' এই পদক্ষেপে এডিডিএ-র কোষাগারে রাজস্ব জমা হবে। এতদিন রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে সরকারি জমি দখল করে গাড়ি পার্কিংয়ের কারবার চলছিল সিটি সেন্টারে।

শীতের মরসুমে দুর্গাপুর উৎসব

সুলান্ত বনিক চৌধুরী - দুর্গাপুরে শীতের আমেজে তৃতীয় বর্ষের 'দুর্গাপুর উৎসব', ১০ দিনের সাংস্কৃতিক মহোৎসবের অপেক্ষায় ব্যস্ত রাজীব গান্ধী ময়দান। শীতের আগেই দুর্গাপুর জুড়ে বইতে শুরু করেছে উৎসবের হাওয়া। শহরের রাজীব গান্ধী ময়দান, তথা সিটিসেন্টার ময়দান, প্রস্তুত হচ্ছে তৃতীয় বর্ষের 'দুর্গাপুর উৎসব'-এর মহা উদ্বোধনের জন্য। এই ডিসেম্বর থেকে ১৫ই ডিসেম্বর টানা দশ দিন ধরে জমবে এই বর্ণময় মেলা ও সাংস্কৃতিক আড্ডা। মেলা প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত সাংবাদিক বৈঠকে উৎসব কমিটি জানায়, গতবছরের মতো এবারও থাকছে একাধিক নতুনত্ব এবং চমক। শহরবাসী ও আশেপাশের জেলার মানুষদের আকৃষ্ট করতে বিশেষ আয়োজন রাখা হয়েছে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, শিল্প ও হস্তশিল্প প্রদর্শনী, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত একাধিক উদ্যোগ, এবং স্থানীয় উদ্যোক্তাদের পণ্য বিপণনের সুযোগ। মেলায় থাকছে নারী-কর্মী পরিবারের স্টল, স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের তৈরি হস্তশিল্পসামগ্রী, এবং স্থানীয় শিল্পীদের নিজস্ব উৎপাদিত সামগ্রী বিক্রির বিশেষ বিভাগ, যেখানে কেউ নিজের পণ্য প্রদর্শন করবেন, কেউ আবার সরাসরি বিক্রি করতে পারবেন। পাশাপাশি মেলায় হাজির থাকবে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং জনমুখী হাসপাতালগুলি স্বাস্থ্য সংক্রান্ত পরিষেবা ও পরামর্শ নিয়ে। সাংবাদিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন, রাজ্যের পঞ্চায়েত, গ্রামোন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার, পাণ্ডবেশ্বরের বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, আসানসোল দুর্গাপুর উন্নয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কবি দত্ত, দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার চেয়ারম্যান সুভাষ মণ্ডল এবং উৎসব কমিটির অন্যান্য সদস্যরা। মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার বলেন, দুর্গাপুর উৎসব আজ দুর্গাপুরবাসীর হৃদয়ে নিজের জায়গা তৈরি করেছে। প্রতিবছরই উৎসব কমিটি নতুন চিন্তা ও উদ্যোগ মানুষকে আকৃষ্ট করেছে। এ বছরও চমকের কমতি থাকবে না। স্থানীয় শিল্পীদের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক মঞ্চের শিল্পীরাও মঞ্চে পারফর্ম করবেন। ফলে দশ দিনের এই উৎসব হবে এক রংধনু, জমজমাট সাংস্কৃতিক মিলনোৎসব। রাজীব গান্ধী ময়দানে চলছে জোরকদমে প্রস্তুতি। শহরবাসী অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহের, যখন আলোর ঝলকানি, সংস্কৃতি আর মানুষের ভিড়ে মুখরিত হয়ে উঠবে দুর্গাপুর।

এনুমারেশন নিয়ে জনসচেতনতা বাড়ালেন মহকুমা শাসক

সুমন দাস - দুর্গাপুরে এনুমারেশন ফর্ম নিতে বিভিন্ন অভিযোগ ওঠার পর প্রশাসন স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে রাস্তায় নেমে মানুষের পাশে দাঁড়াল। শুরু থেকেই এনুমারেশন প্রক্রিয়া নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রশ্ন: ফর্ম বিতরণ নিয়ে গোলমাল, কারও বাড়িতে ফর্ম না পাওয়া, আবার কোথাও ভুল বা মোটেই না আসা বিবরণ, এসব নিয়ে ক্ষোভ বেড়েই চলেছিল। এই পরিস্থিতিতেই রাজ্য প্রশাসন অনলাইন ফর্ম ফিলআপকে উৎসাহিত করার সিদ্ধান্ত নেয়। কারণ অনলাইনে ফর্ম পূরণ করা যেমন সহজ, তেমনই ভুল কম হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। মানুষের অসুবিধা ও বিভ্রান্তি দূর করতে মঙ্গলবার দুপুরে দুর্গাপুর সিটি সেন্টারের প্রেসক্লাব প্রাঙ্গণে সরাসরি উদ্যোগ নিলেন দুর্গাপুরের মহকুমা শাসক সুমন বিশ্বাস।

ত্রিপুরা শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজে এমবিবিএস কোর্সে ভর্তির সুযোগ

সুরজিৎ ঘোষ হাওড়া - ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে এমবিবিএস কোর্সে ভর্তির শেষ সুযোগ এসে গেছে। সেই সুযোগ কাজে লাগানোর সুযোগ করে দিচ্ছে ত্রিপুরা শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ। ত্রিপুরা শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য ত্রিপুরার স্বাস্থ্য ও শিক্ষা ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ও নবতম সংযোজন। রাজ্যের রাজধানী আগরতলার কাছেই রাণীর বাজারে অবস্থিত ন্যাশনাল মেডিকেল কমিশন (NMC) দ্বারা অনুমোদিত ও ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটির অন্তর্ভুক্ত এই মেডিকেল কলেজে ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষ থেকে এমবিবিএস কোর্স চালু হয়েছে। এখানে প্রথম বছরেই ১৫০ জন শিক্ষার্থী ভর্তির সুযোগ পেয়েছেন। প্রথম বছরেই দেশের ২১টি রাজ্য থেকে ছাত্রছাত্রী ভর্তি হয়ে এই কলেজ ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডস, এশিয়া বুক অফ রেকর্ডস এবং ওয়ার্ল্ড বুক অফ রেকর্ডসের স্বীকৃতি লাভ করেছে। এই কলেজের লক্ষ্যই হলো রাজ্যের তথা দেশের শিক্ষার্থীদের জন্য বিশ্বমানের মেডিকেল শিক্ষার সুযোগ তৈরি করা। প্রথম বর্ষেই এই কলেজে বিভিন্ন রাজ্য থেকে ব্যাপক সংখ্যক ছাত্রছাত্রী ভর্তি হয়েছেন, যা দেশের অন্যান্য নতুন মেডিকেল কলেজগুলোর তুলনায় ব্যতিক্রমী ঘটনা। এটা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে, অদূর ভবিষ্যতে ত্রিপুরা শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ জাতীয় স্তরের এক অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সেরা স্বাস্থ্য শিক্ষা কেন্দ্র হয়ে উঠতে চলেছে। এরই মধ্যে ত্রিপুরা আন্ডারগ্র্যাজুয়েট মেডিকেল কাউন্সেলিং ২০২৫ এর স্ট্রে ভ্যাকেন্সি রাউন্ডের সময়সূচি ঘোষণা করা হয়েছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, এটাই ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে এমবিবিএস ভর্তি হওয়ার শেষ সুযোগ। যারা এতদিন ধরে চিকিৎসক হওয়ার স্বপ্ন বুকে লালন করে চলেছেন, তাদের কাছে এই স্ট্রে ভ্যাকেন্সি রাউন্ডই হতে পারে ভবিষ্যৎ গড়ার শেষ সুযোগ। এই প্রক্রিয়া আগামী ২৮ নভেম্বর ২০২৫ বিকাল ৫টায় শেষ হয়ে যাবে। এর পর আর এই শিক্ষাবর্ষে এমবিবিএস-এ ভর্তির সুযোগ নেই। বিস্তারিত জানার জন্য কলেজের ওয়েবসাইট www.tripurasmc.com দেখার আবেদন জানানো হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে প্রথম থেকেই ত্রিপুরা শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ দেশের মেধাবী ছাত্রছাত্রী ও তাদের অভিভাবকদের আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। আন্তর্জাতিক পরিকাঠামোর পাশাপাশি এই কলেজের লক্ষ্য হলো শিক্ষার্থীদের উন্নত ক্লিনিক্যাল এক্সপোজার দেওয়া। সেই লক্ষ্যে কলেজ ক্যাম্পাসে ১,১০০টিরও বেশি শয্যাবিশিষ্ট একটি আধুনিক হাসপাতাল তৈরি করা হচ্ছে। অদূর ভবিষ্যতে ত্রিপুরা শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ রাজ্যের তথা দেশের চিকিৎসা শিক্ষায় নতুন মান স্থাপন করবে। ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশন ও ভর্তি ২২ নভেম্বর থেকে ২৮ নভেম্বর। শেষ তারিখ ২৮ নভেম্বর বিকেল ৫টা একই ভাবে ত্রিপুরা শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজের সহযোগী প্রতিষ্ঠান, পশ্চিমবঙ্গের বোলপুরে অবস্থিত শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালেও এমবিবিএস কোর্সে ভর্তি প্রক্রিয়া এখন চলছে। বিস্তারিত জানার জন্য ওয়েবসাইট www.smcbangla.com যোগাযোগ করার আবেদন জানানো হয়েছে।

শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ প্রাঙ্গণে আদিবাসী নৃত্য প্রতিযোগিতা

সুরজিৎ ঘোষ হাওড়া - পজিটিভ বার্তার উদ্যোগে ও শান্তিনিকেতন ই-হাটের পরিচালনায় ১৭ নভেম্বর থেকে শুরু হয়েছে আদিবাসী নৃত্যের প্রতিযোগিতা। এই প্রথম বাংলায় বুকে আদিবাসী নৃত্যের কোন প্রতিযোগিতার আসর বসল। প্রতিদিন বিকালে শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল প্রাঙ্গণে সাতদিন ধরে চলা এই প্রতিযোগিতায় জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আদিবাসী শিল্পীরা এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিচ্ছেন। আদিবাসী সংস্কৃতির নৃত্যকলাকে বৃহত্তর পরিসরে পরিচিত করে তুলতেই এই উদ্যোগ। আদিবাসী নৃত্যের প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজের সভাপতি মলয় পীট। উপস্থিত ছিলেন মেডিকেল কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ অধ্যাপক ডাঃ গৌতম নারায়ণ সরকার সহ অন্যান্য বিশিষ্টজন। প্রতিযোগিতার মোট পাঁচটি করে নাচ মঞ্চস্থ করছেন আদিবাসী নৃত্যের দলগুলো। পরিচালকদের তরফ থেকে কবিতা ও সোমা হাঁসদা জানান, প্রত্যেক দল লাগড়ে, দাসাঁই, দং, বাহা ও দুরমক নৃত্য পরিবেশন করছেন। প্রতিটি নাচই আদিবাসী সমাজ জীবন ও সংস্কৃতির সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে যুক্ত। তাই সেভাবেই মূলত পরিবেশিত হচ্ছে। এই পাঁচটির বাইরেও যদি কেউ অন্য কোন আদিবাসী নাচ দেখাতে চান, তিনিও পারবে। জানা গেছে আদিবাসী নৃত্য 'লাগড়ে' মূলত কৃষিকাজ শুরু ও শেষের আনন্দ উদযাপন। নাচ-গান, ঢোল, মাদল আর সমাজের মিলন এর প্রধান আকর্ষণ। সহরায় সাঁওতালদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উৎসব। সাধারণত ধান কাটার পর নতুন ফসলকে ঘিরে এই উৎসব পালিত হয়। গরু-মহিষ সাজানো, ঘর-দেওয়ালে আলপনা, নাচ-গান, সব মিলিয়ে সহরায় হলো কৃতজ্ঞতা ও আনন্দের উৎসব। 'দং' শব্দটি সাঁওতালি নৃত্যের একটি ঐতিহ্যবাহী ঢোল বা তালযন্ত্রকে বোঝায় করে হয়। উৎসব বা সামাজিক অনুষ্ঠানে দং-এর বাজনা ছাড়া নাচ অসম্পূর্ণ। 'বাহা' হলো বসন্তের উৎসব। ফুল কেটার সময় প্রকৃতিকে ধন্যবাদ জানিয়ে এই উৎসব পালন করা হয়। গ্রামে গ্রামে নাচ, গানের মাধ্যমে প্রকৃতির আরাধনা। অন্যদিকে 'দুরমক' হলো সাঁওতাল সমাজে ঐতিহ্যগতভাবে মহিলাদের নাচ। সাধারণত উৎসব বা সামাজিক অনুষ্ঠানে মেয়েদের নৃত্য এটা। পজিটিভ বার্তার প্রতিষ্ঠাতা মলয় পীটের মতে, গ্রামের শিল্পীদের প্রতিভাকে মর্যাদা দেওয়া ও তাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে সামনে আনা, এই দুই লক্ষ্য নিয়েই অনুষ্ঠানটি সাজানো হয়েছে। তিনি আরো জানান, প্রতিটি শিল্পীকে চিকিৎসার বিশেষ ছাড় এবং থাকা, খাওয়ার সম্পূর্ণ করচের সুবিধা প্রদান করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সফল প্রতিযোগীদের পুরস্কার প্রদান করা হবে। যারা প্রথম হবেন, তারা যদি চান, তাদের আমরা সম্পূর্ণ বিনা খরচায় ত্রিপুরা নিয়ে যাব, সেখানেও তারা বিভিন্ন জায়গায় পারফর্ম করার সুযোগ পাবেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, গ্রামীণ শিল্প, সংস্কৃতি ও ডিজিটাল প্রযুক্তির সেতুবন্ধনে রাজ্যের অর্থনীতিতে নতুন আশার আলো জাগাতে গত ৯ নভেম্বর রবিবার থেকে শুরু হয়েছে শান্তিনিকেতন ই-হাট। গ্রামীণ শিল্প, সংস্কৃতি ও ডিজিটাল প্রযুক্তির সেতুবন্ধনে রাজ্যের অর্থনীতিতে নতুন আশার আলো জাগাতে গত ৯ই নভেম্বর থেকে শুরু হইয়েছে শান্তিনিকেতন ই-হাট। পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরার একযোগে এই হাট শুরু হয়েছে। গ্রামের সাধারণ কারিগর, শিল্পী ও উদ্যোক্তা মানুষের দক্ষতা ও সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সারদের প্রচারশক্তিকে একসাথে যুক্ত করে এক নজিরবিহীন সৃজনশীল সহযোগিতার পথ খুলে দিল 'পজিটিভ বার্তা'র শান্তিনিকেতন ই-হাট বা ই-মার্কেট প্রকল্প। এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য, গ্রামীণ ও আধুনিক ভারতের সেতুবন্ধন তৈরি করা। স্থানীয় কারিগররা যাতে তাদের তৈরি পণ্য সরাসরি বৃহত্তর ডিজিটাল বাজারে বিক্রি করতে পারেন, সেই পথ সুগম করাই এর উদ্দেশ্য। কিন্তু শুধু পণ্য বিক্রি নয়, এই ই-হাট হবে সংস্কৃতি ও সৃজনশীলতারও এক মিলনমঞ্চ। যেখানে লোকসংগীত, নৃত্য, চিত্রকলা, হস্তশিল্প কিংবা স্থানীয় ঐতিহ্য, সব কিছুরই থাকবে সমান গুরুত্ব। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সারদের অংশগ্রহণ। তাদের মাধ্যমে এই সমস্ত শিল্পপণ্য ও সৃজনশীল কার্যক্রম নতুনভাবে পৌঁছে যাবে ডিজিটাল দুনিয়ার কোটি কোটি মানুষের কাছে। শুধু পণ্য বিক্রি নয়, এই ই-হাট হবে সংস্কৃতি ও সৃজনশীলতারও এক মিলনমঞ্চ। কারিগরদের কাজ পাবে প্রচার ও বাজার, সফল ব্যক্তি হোক বা শিল্পপতি, এদের প্রচার সাহায্যে, সাফল্য যেমন ছড়াতে পারে, তেমনই অন্যকে উদ্বুদ্ধ করবে। ইনফ্লুয়েন্সাররাও পাবেন কাজ ও পেশাগত বিকাশের সুযোগ। এটি এক অর্থে শিল্প, মানুষ ও ডিজিটাল কনটেন্ট ইকোনমির পারস্পরিক সহাবস্থান। গত ৯ই নভেম্বর শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সেমিনার হলে এই ই-হাটের উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট সমাজসেবী সোমা চৌধুরী। উপস্থিত ছিলেন পজিটিভ বার্তার প্রতিষ্ঠাতা মলয় পীট, বোলপুর ব্যবসায়ী সমিতি সহ বিভিন্ন শিল্প সংস্থার প্রতিনিধি, বহু ইনফ্লুয়েন্সার এবং তরুণ প্রজন্মের প্রতিনিধিরা। অন্যদিকে ত্রিপুরায়, ত্রিপুরা শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজে এই হাটের উদ্বোধন করেন পজিটিভ বার্তার কলকাতা উপদেষ্টা ড. হৈমন্তী ভট্টাচার্য। ছিলেন মিশন ডিরেক্টর, ন্যাশনাল হেলথ মিশন ডাঃ সুপ্রিয় দেববর্মা, বিশিষ্ট সমাজসেবিকা সুপ্রিয়া চক্রবর্তী সহ বহু বিশিষ্টজন উপস্থিত ছিলেন। পজিটিভ বার্তার প্রতিষ্ঠাতা মলয় পীট বলেন, রবীন্দ্রনাথ যেখানে গ্রাম ও শহরের মধ্যে সেতুবন্ধন গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন, সেখানে আজ আমরা ডিজিটাল ভারতের মাধ্যমে সেই ভাবনাকে নতুন রূপ দিতে চাই। শান্তিনিকেতন ই-হাট সেই চেষ্টারই অংশ। তিনি আরও জানান, আপাতত ত্রিপুরা শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ ক্যাম্পাসে প্রতি রবিবার বসবে এই ই-হাট। মলয় বাবু জানান, বোলপুরে গ্রামীণ শিল্পীদের সুবিধার কথা মাথায় রেখে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে প্রতিদিন তারা হাটের পসরা নিয়ে বসবেন। শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের প্রাঙ্গণে বসবেন। সোমবার থেকে শনিবার কলেজের বাইরে আমাদের প্রচুর জায়গা আছে, সেখানে বসবেন। সেই জায়গায় আমরা আমাদের তরফ থেকে প্রয়োজনীয় জল ও বিদ্যুতের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজে দক্ষিণ ভারতের চিকিৎসকদের পরিষেবা

নিজস্ব প্রতিনিধি - বেঙ্গালুরু, কর্ণাটকের প্রখ্যাত ল্যাপারোস্কোপিক সার্জন ডাঃ নাগরাজ পুত্তস্বামী ও ডাঃ পূর্ণা - সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের বোলপুরের শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এবং ত্রিপুরার আগরতলায় অবস্থিত ত্রিপুরা শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে আসতে চলেছেন। তার এই সফরের উদ্দেশ্য কেবল হাসপাতালের চিকিৎসা-পরিকাঠামো ও সার্জিক্যাল ব্যবস্থাপনা পর্যালোচনা নয়, বরং সাধারণ মানুষের মধ্যে উন্নত শল্য-চিকিৎসা পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া। তার পরিদর্শনের সময় তিনি হাসপাতালের কার্যপ্রণালী ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করার পাশাপাশি, তিনি রোগী দেখা এবং যেসব রোগীর ল্যাপারোস্কোপিক সার্জারির প্রয়োজন রয়েছে, তাদের অস্ত্রোপচারও নিজেরাই করবেন। ডাঃ পুত্তস্বামী জানিয়েছেন, যেসব রোগীর পিত্তথলি (Gallbladder) সংক্রান্ত সমস্যা, অ্যাপেন্ডিসাইটিস, হার্নিয়া, হায়াটাস হার্নিয়া, প্লীহার (Spleen) জটিলতা, যকৃত (Liver) সমস্যা ও অন্ত্রের (Intestinal) অসুবিধা রয়েছে, তারা সহজেই তার কাছে চিকিৎসা পরিষেবা পাবেন। তিনি অনুরোধ করে বলেছেন, স্থানীয়ভাবে বোলপুর ও আগরতলার শান্তিনিকেতন কলেজ ও হাসপাতালে প্রাথমিক পরীক্ষা করে নিতে যাতে প্রয়োজনে দ্রুত অপারেশনের ব্যবস্থা করা যায়। ডাঃ পুত্তস্বামী বলেন যে আধুনিক ল্যাপারোস্কোপিক পদ্ধতির মাধ্যমে এই ধরনের অধিকাংশ জটিল সমস্যার সফল সমাধান সম্ভব। তিনি জানিয়েছেন, পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরার রোগীদের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের চিকিৎসা করতে পারলে আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করব। এদিকে শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজের সহযোগিতায় সম্প্রতি বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়। যাতে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মানুষদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়। এবিষয়ে শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজের কর্ণধার মলয় পীট জানান, আদিবাসী মানুষরা যাতে বিনামূল্যে চিকিৎসা পায় তার জন্যই এই ব্যবস্থা।

ক্ষুদ্রতম দেশ হিসেবে ফুটবল বিশ্বকাপে যোগ্যতা অর্জন, নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করল কুরাসাও

সোমবার জেমেইকা–ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬-এর যোগ্যতা নির্ণায়ক ম্যাচে তৈরি হল নতুন ইতিহাস। বিশ্বকাপের যেকোনো আসরে অংশ নেওয়া দেশগুলির মধ্যে ক্ষুদ্রতম দেশ হিসেবে বিশ্বকাপের মূলপর্বে খেলার যোগ্যতা অর্জন করল কুরাসাও। মাত্র দেড় লাখ জনসংখ্যা বিশিষ্ট ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত কুরাসাও তাদের ইতিহাসে প্রথমবারের মত ছাড়পত্র পেলো বিশ্বকাপ খেলার। ২০১৮ সালে আইসল্যান্ড সর্বশেষ ক্ষুদ্রতম রাষ্ট্র হিসেবে ফিফা বিশ্বকাপের মূলপর্বে অংশ নিয়েছিল। সেই রেকর্ডও আজ ভেঙে গেলো। দশ ম্যাচে সাত জয় ও তিনটি ড্র এর মাধ্যমে অপরাজিত থেকেই বিশ্বকাপের মূলপর্বে যোগ্যতা অর্জন করলো কুরাসাও। ২০১০ সালে স্বাধীন দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে এই দ্বীপরাষ্ট্র। মাত্র দশ বছর আগেও তাদের ফিফা ক্রমতালিকায় স্থান ছিল ১৫০ নম্বরে। সেই অবস্থা থেকে উঠে এসে বর্তমানে এই ঐতিহাসিক যোগ্যতা অর্জন নতুন এক যুগের সূচনা করল বিশ্ব ফুটবলে এমনটাই মনে করছেন ফুটবল বিশেষজ্ঞ মহল এলাকে। জামাইকার বিপক্ষে কুরাসাও গ্রুপ পর্বের সর্বশেষ ম্যাচ খেলতে নামে কুরাসাও। ম্যাচের নব্বই মিনিট পর্যন্ত দু দলের হাড্ডাহাড্ডি লড়াই চলাকালীন ফলাফল ছিলো ০-০। তবে অতিরিক্ত সময়ে পেনাল্টি পায় জামাইকা। তবে বিতর্কিত ভাবেই ভি এ আর রেফারির সিদ্ধান্ত বাতিল করে দেন। ফলে ম্যাচ শেষ হয় গোলশূন্য ড্র দিয়ে। তবে এই ড্র কোনো অংশেই কোনো জয়ের থেকে কম নয় সেটা জানিয়ে দিয়েছে কুরাসাও এর খেলোয়াড় থেকে শুরু করে দর্শক সমর্থকদের উচ্ছ্বাস। দলের কোচ ডিক অ্যাডভোকেট দলের এই পারফর্মেন্স এ স্বভাবতই খুশি। তিনি জানিয়েছেন দলের প্রতিটি সমর্থক যে তাদের পাশে থাকার জন্য। উল্লেখ্য ২০১৮ সালে ভারতের বিপক্ষে বিশ্বকাপ যোগ্যতা অর্জন পর্বের একটি ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছিল কুরাসাও।

টিভি সিরিয়াল সামাজিক চেতনাও বাড়াক

টেলি অ্যাকাডেমি পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি - এই অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকে এর আগেও তিনি কখনও সামাজিক চেতনা বৃদ্ধি করতে হয়। এদিনের একাধিক বার্তা দিয়েছেন। টেলি অ্যাকাডেমি পুরস্কারের মঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমাদের এই মাটিই বিশ্ব মঞ্চ থেকে তিনি কখনও বিপ্লব দর্শন করার, কখনও স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্ম দিয়েছে। সংস্কারের ... ধারাবাহিক তথ্য দিয়েছে, এই মাটি সোনার থেকেও খাঁটি। আমি থেকে বাদ দেওয়ার পরামর্শও দেন তিনি। এবার সেই মাটিকে চেনানোর জন্য বলছি। এটা একটা ধারাবাহিকের মাধ্যমে সামাজিক চেতনা বৃদ্ধিতে ভূমিকা পরিবার। টেলিভিশনের মাধ্যমে এই বার্তা ভালো ভাবে পৌঁছে দেওয়ার পরামর্শ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পাশাপাশি টলিপাড়ার শিল্পী ... এবার আলিপুরের 'ধন ধান্য' প্রেক্ষাগৃহে কলাকুশলীদের অনুষ্ঠান মমতার সংযোজন, টেলি অ্যাকাডেমি পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রীর 'অনেক নতুন শিল্পী আসছেন, ট্রেনিং নিচ্ছেন। উপস্থিতিতে পুরস্কৃত হলেন ছোট পর্দার প্রযোজকরাও রয়েছেন। আমি মনে করি, টেলিভিশন ... টেলিভিশনের সবসময়ই সামাজিক দর্পণ হচ্ছে, মানুষের অন্তরের দর্পণ। সমাজশিক্ষা, সমাজের বার্তা দিয়ে এসেছেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই প্রসঙ্গে এদিন আলোড়ন, তাদের সংকলন। এই জন্যই না থাকলে তিনি বলেন, 'টেলিভিশন চ্যানেলের সবথেকে বড় মানুষের বিনোদন অনেকটাই অবধি থেকে যেত।' দিক হোক মানবিক, সামাজিক চেতনা, সুশিক্ষা বৃদ্ধি। এদিনের অনুষ্ঠান থেকে নিজে টেলিসিরিয়াল-এর আমাদের বর্তমান প্রজন্মের কাছে ইতিহাস থাকে ঠিক কল্যাণ ... রাজ্য সরকারের তরফে পাঁচ লক্ষ ... পৌঁছতে না। টেলিভিশনের মাধ্যমেই অনুষ্ঠান দেওয়া হল।

পজিটিভ বার্তা
পত্রিকায়
বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
8101868127
9830006446
8388969238

ইচ্ছুক ক্লাব স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ও সাংস্কৃতিক ক্রীড়া প্রেমী সংগঠন বৃক্ষরোপণের সংকল্পে আমাদের সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করতে পারেন ফোন -
8240471241 / 9830576384 / 9531790726

শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজে বিশ্বমানের চিকিৎসা পরিষেবা

রাজ্যের বেসরকারি চিকিৎসা পরিষেবায় এক নতুন দিগন্ত খুলে দিল শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল। ১লা সেপ্টেম্বর থেকে হাসপাতালে শুরু হয়েছে সুলভতম খরচে ফুল বডি চেকআপের বিশেষ পরিষেবা, যার শুরু হওয়ার পর থেকেই এই উদ্যোগ সাধারণের মধ্যে এক অভূতপূর্ব সাড়া ফেলেছে। শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ ইতিমধ্যেই চিকিৎসা পরিষেবার মান, রোগী পরিচর্যা ও সুলভ খরচে উন্নত চিকিৎসার জন্য সুনাম অর্জন করেছে। এবার নতুন সংযোজন হিসেবে ফুল বডি চেকআপ প্যাকেজ হাসপাতালের জনপ্রিয়তা আরও কয়েক গুণ বাড়িয়ে তুলেছে। ফুল বডি চেকআপে অন্তর্ভুক্ত পরীক্ষাসমূহ : এই বিশেষ প্যাকেজের আওতায় রোগীরা খুব কম খরচে নিচের গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষাগুলি করাতে পারবেন; রক্ত পরীক্ষা (CBC, ব্লাড সুগার, কোলেস্টেরল প্রোফাইল) লিভার ফাংশন টেস্ট (LFT), কিডনি ফাংশন টেস্ট (KFT) থাইরয়েড প্রোফাইল, ইসিজি (ECG), ব্লাড প্রেসার ও BMI চেকআপ, ইউরিন অ্যানালাইসিস, এক্স-রে ও আল্ট্রাসাউন্ড (প্রয়োজনে), চক্ষু ও দাঁতের চেকআপ, ডাক্তারি পরামর্শ ও রিপোর্ট বিশ্লেষণ।

রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে প্রতিদিন অসংখ্য মানুষ ভিড় জমাচ্ছেন হাসপাতালে। রোগী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের মতে, এত কম খরচে এত উচ্চমানের পরিষেবা সত্যিই প্রশংসনীয়।

Publisher : Malay Pit, Published By : Positive Barta,
Head Office : FE-19, FE Block, Sector-III, Salt Lake City, India, West Bengal,700106, Editor : Surojit Ghosh Hazra
Printed at : LS PUBLICATIONS PVT LTD, 4, Canal West Road, Ps, Narkeldanga, , Kolkata, West Bengal - 700015
Printer : Mamta Vajpeyi, 32, Metcalfe Street, Kolkata, West Bengal - 700013

প্রকাশক ঃ মলয় পীট,প্রকাশনা - পজিটিভ বার্তা,
হেড অফিস - এফ ই - ১৯, এফ ই ব্লক, সেক্টর - ৩, সল্টলেক সিটি, ভারতবর্ষ, পশ্চিমবঙ্গ, ৭০০১০৬ সম্পাদক - সুরজিৎ ঘোষ হাজরা
মুদ্রণ ঃ এল এস পাবলিকেশনস্ প্রাইভেট লিমিটেড, ৪, ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, থানা - নারকেলডাঙ্গা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০১৫, মুদ্রক - মমতা বাজপেয়ী, ৩২ মেটকাফ স্ট্রিট, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০১৩